ইত্তেফাক ৩৮৭ 018

তারিখ ২০/৬/৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার আলোকোজ্জ্বল উঁইপোকা

সিরাজগঞ্জের জ্ঞানদায়িনী স্কুলের উঁই-পোকারা বিদ্যাশিক্ষায় যে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে চলেছে তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠানো বই তারাই পেটে পুরছে। ফরিদপুরের রাজবাড়ীতে হাজার হাজার বই ডাকঘরে পড়ে আছে, ছাত্রছাত্রীদের হাতে পড়তে পারেনি। ঐসব বইয়ের গতি কি হবে তা অনুমানের বাইরে নয়। অনেক-খানে যেমন ঘটেছে সেইভাবে ঘরের বার হয়ে এসব বই ফেরীওয়ালার মাথায় চেপে মুদী-খানার মাধ্যমে দেশবাসীর ঘরে ঘরে পৌছাবে, না হয় ঘরের মধ্যেই উঁই আর ইঁদুরে তাদের শেষ গতি করবে।

সিরাজগঞ্জ ও রাজবাড়ীই কেবল নয়, বাংলাদেশের সর্বত্র অজ্ঞ বিস্তার এই অবস্থাই যে চলছে, পত্রিকায় সে খবর কম বের হয়নি। স্কুল-পাঠশালায় পড়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার বিষয়টাকে গয়ংগচ্ছ-ভাবে চালিয়ে বুড়ো খোকাদের নিয়ে "শিক্ষা বিপ্লব"-এর যে স্রোত প্রচণ্ড বেগে বহানো হয়েছিল তা বহু-মুখী হয়ে বাংলাদেশে তাবৎ প্রাণীকে প্রায় চঞ্চল ও তৎপর করে তুলেছে। সেই চঞ্চলতার নমুনাই বিভিন্ন স্থানে। সিরাজগঞ্জ ও রাজবাড়ী সেই সমস্ত দৃষ্টান্তস্থলের অন্যতম।

পরম ভাগ্যবান বলতে হয়, সিরাজগঞ্জের জ্ঞানদায়িনী স্কুলের উঁইপোকাদের। গণ-শিক্ষার ব্যাপক কর্মকাণ্ডে তাদেরও চান্স মিলে গেছে। অন্যান্য স্থানের উঁই, ইঁদুর ও তেলা-পোকারা যে দাও ধরতে পারেনি তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে অন্যখানের এ ধরনের খবর প্রকাশ পায়নি। যাদের কথা জানা গেছে ক্রেডিট দিতে হয় তাদেরকেই। মনুষ্য সন্তানদের স্কুল পাঠ্যবই তাদের বরাতে জুটে গেছে। হয়তো এই জোরবরাতে তারা মোল্লবে মেতে উঠতেও পারে। কম তো নয়, এক লাখ বিশ হাজার টাকার মাল। এই মাল পেটে ঠেসে ও কেটে ছড়িয়ে তারাও বাংলাদেশের পড়ুয়াদের ন্যায় বিদ্যাদিগগজ ধনুর্ধর হয়ে উঠতে পারে।

কে না জানে এদেশের পড়ুয়া যারা, তাদের বেশীরভাগ লেখাপড়া করে; কিন্তু শেখে না। কাগজসমেত পেটে ভরানো না হলেও তাদেরকে পাঠ গেলানো হয়। এই পাঠ ভিতরে ঢুকে বুলি হয়ে বেরিয়ে আসে এবং পরীক্ষা নামের অনুষ্ঠানাদির পরে সে বুলিও চিরতরে থেমে যায়। কোন পাঠই মাথায় গিয়ে স্থিতিলাভ করে না। পাঠ গলাধঃকরণেও যাদের রুচি নেই তারা কাটা-ছেঁড়া করে বই-এর পাতা আর তারই সাহায্যে পরীক্ষার বেড়া ডিঙ্গায়। সকলের প্রশ্রয়ে এসব রীতি সর্বাত্মক হয়েছে। এভাবে শিক্ষাঙ্গন থেকে উতরে যাচ্ছে দলে দলে পড়ুয়া। সাহায্যদাতাদের খুঁটির জোরে তারা অনেক উপরেও ওঠে যায়। সমাজে তারা কেবল প্রতিষ্ঠাই পায় না, অনেক ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা তারাই। জ্ঞানীগুণীর পে স্বীকৃতিলাভের পথেও তাদের বাধা নেই। গেলা ও কাটা-ছেঁড়ার শক্তির জোরে এ দেশের মনুষ্য সন্তানরা এত খ্যাতিমান, উঁই, ইঁদুর ও তেলাপোকাদের সে শক্তি তো স্বভাবজাত। তাই মনে হয়, জ্ঞানদায়িনী স্কুলের উঁই-পোকাদেরও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাদের উন্নতির বাদ সাধতে যে কেউ আসবে সে জয়।